**BOOK REVIEW**

# The Qur'an and Normative Religious Pluralism: A Thematic Study of the Qur'an

**Arif Kemil Abdullah**

আমরা আজ বৈশ্বিক যুগে বসবাস করছি। এখানে রয়েছে বিভিন্ন ভাষাগোষ্ঠী, রয়েছে নানান সংস্কৃতি ও ধর্মের মিলিত বসবাস। এই যুগের বিশ্বায়নের প্রেক্ষাপটে এবং পারস্পরিক প্রয়োজনীয় দিক বিবেচনায় যে মিথস্ক্রিয়ার দরকার হয় আন্তঃধর্মীয় লোকেদের মাঝে সেখানে ধর্মীয় দিক-নির্দেশনার নৈতিক নীতিমালা স্পষ্ট থাকা অতিব জরুরী; বিশেষত অসহনীয়তা, মেডিয়ার পলিটিক্স এবং রাজনৈতিক ম্যারপ্যাচের বাইরে থেকে মানবিক দৃষ্টিকোণ থেকে সবাই যে মর্যাদার অধিকারী সে বিষয়টি সামনে আনা প্রয়োজন। কিন্তু দেখা যায় অমুসলিমরা জানে না আর আমরা মুসলিমরাও এসব নৈতিক ধর্মীয় নীতিমালা জানি না। ফলে অন্যদের সাথে বোঝাপড়া হয়ে উঠে না, অন্যরাও আমাদের ধর্ম সম্পর্কে আমাদের আচরিক ব্যবহার দেখে ভালো চোখে দেখে না। ইসলামপন্থী আলেমরা কেবল মুসলিম সাহিত্য ও লেখাজোঁখা নিয়েই থাকে, সেখানে চাঁপা পড়ে আছে অন্যদের সাথে মানবিক দৃষ্টিকোণ থেকে একে অন্যের প্রতি সম্মানশীল অবস্থান জারি রেখেও যে চলাফেরা করা যায় সেদিকগুলো হারিয়েই গেছে প্রায়। ফলে বৈশ্বিকভাবে ইসলাম অনেকটাই অছোয়াচে হয়ে গেছে, দাওয়াতি ক্ষেত্রে আল্লাহর দ্বীনকেও বিশুদ্ধভাবে পৌঁছে দিতে ব্যর্থ হচ্ছি আমরা আর এভাবে ইসলামোফোবিয়াও বেড়েই চলেছে।

এই দৃষ্টিকোণকে সামনে রেখেই লেখক আরিফ কামিল আব্দুল্লাহ আন্তঃধর্মীয় বিষয়টিকে মানবিক দৃষ্টিকোণ থেকে নৈতিক নীতিমালার আলোকে ইসলামের ও কুরআনের টেক্সকে নতুনভাবে তুলে এনেছেন সামগ্রিক ও প্রাসঙ্গিক দিক বিবেচনায় এনে। বইটির উদ্দেশ্য মানবিক দৃষ্টির নৈতিক নীতিমালার আলোকে শান্তিসূলভ সমাজ প্রতিষ্ঠা ও একে অন্যের সাথে সুখ নিয়ে বসবাস করা।

লেখক বইটিতে বিভিন্ন তাফসির ও দক্ষদের লিখিত বিভিন্ন বই থেকে সাহায্য নিয়ে থিম্যাটিকভাবে আলোচনা করেছেন কীভাবে বৈচিত্র্য ও বিভিন্নতা নিয়ে আন্তঃধর্মীয় লোকজন একই সমাজে ও রাষ্ট্রে সুখকর অবস্থা নিয়ে পরস্পর বসবাস করতে পারে, সমাজকে একইসাথে এগিয়ে নিয়ে যেতে পারে। বইটিতে আল-কুরআন কীভাবে অমুসলিমদের সাথে নৈতিকভাবে ব্যবহার করতে বলে সেগুলো দেখাবে এবং দেখাবে যেসব টেক্সের অনুধাবনে সমস্যা, আয়াত নাযিলের অপ্রাসঙ্গিক বুঝ বা অনুপলব্ধির কারণে আমাদের পারস্পরিক উপলব্ধি ও আচরণগত ভিন্নতা এসেছে এবং সেখানে কিরূপ হওয়া উচিৎ ছিল। প্রতিটি ধর্মের ইবাদাতের জায়গায় ভিন্নতা থাকা সত্ত্বেও মানবিক দৃষ্টিকোণের আলোকে আমরা যে একে অন্যের সাথে চলতে-ফিরতে পারি অন্যের ধর্মীয় বিষয়াদিতে হস্তক্ষেপ না করেও সে বিষয়টিও আলোচিত হয়েছে।

আল-কুরআনের বেশিরভাগ আয়াতই স্পষ্ট, কিছু আয়াত স্পষ্ট হয় প্রসঙ্গের আলোকে। অথচ এসব আয়াত নিয়েই বিরোধীরা অজ্ঞতাভরে, মেডিয়ার পলিটিক্স বা রাজনৈতিক হাতিয়ারের মাধ্যমে সুবিধা আদায়ের জন্য

ভিন্নভাবে উপস্থাপিত হয়। অথচ প্রাসঙ্গিক আলোচনা হলে এগুলো থুড়াই কেয়ার পাবে না এবং দেখা যাবে আল-কুরআনের মানবিক দৃষ্টিভঙ্গিটি আল-কুরআনের আলোচনার কেন্দ্রীয় বিষয় হিসেবে উপস্থিত।

তবে ধর্মীয় বহুত্ববাদের এই নর্মেটিভ বিষয়টি এত ভালোভাবে আলোচিত না হওয়ার একটা কারণ লেখক দেখিয়েছেন মুসলিম আলেমদের এই বিষয়কে নিয়ে গবেষণায় সনিচ্ছার অভাব প্রতিভাত হয়েছে।
লেখক দেখিয়েছেন যে এই পৃথিবী এবং আল-কুরআনের সাথে ঐক্যময় সম্পর্ক প্রকৃতই স্বাভাবিক (Natural)। কেননা এই পৃথিবীর গ্রষ্টা আল-কুরআনকে নাযিল করেছেন এবং এই পৃথিবী ও আল-কুরআন উভয়ই সত্য আবিষ্কারে মাধ্যম। সুতরাং এদের মাঝে অনৈক্য বা বিরোধ নয় বরং ঐক্য স্থাপিত হবে বৈশ্বিক মূলনীতির আলোকেই। এভাবেই লেখক অপরিবর্তনীয় নৈতিক-ব্যবহারিক মূলনীতির (Unchangeble Ethico-Behavioral Principles) আলোকে এই ধর্মীয় বহুতা দেখিয়েছেন আল-কুরআন জুড়ে। লেখক মোট পাঁচটি অধ্যায়ে বইটির আলোচনা করেছেন ধারাবাহিকভাবে।

লেখক প্রথমেই শুরু করেছেন ধর্মীয় বহুতার (religious pluralism) রূপ নির্ধারণের মাধ্যমে। ধর্মীয় সত্যবাদিতার ক্ষেত্রে সকল ধর্মই যে সমানভাবে সত্যকে ধারণ করে এই বিষয়টি ইসলাম স্বীকৃত নয়। এখানে ইসলামই কেবল সত্য ধর্ম, অনন্য ও বিশিষ্ট (exclusivist) হিসেবে স্বীকৃত। এ বিষয়টি আল্লাহ বলেছেন ঃ যে লোক ইসলাম ছাড়া অন্য কোন ধর্ম তালাশ করে, কস্মিণকালেও তা গ্রহণ করা হবে না এবং আখেরাতে সে ক্ষতি গ্রস্থ। (সূরা আলে ইমরানঃ (৮৫

দ্বিতীয় যে বিষয়টি লেখক নিয়ে এসেছেন সেখানে তিনি দেখিয়েছেন ভিন্ন ভিন্ন অনেক ধর্মেই যে তাদের ধর্মে বিশ্বাসী সম্প্রদায়কে মুক্তি ও পরকালে নাজাতের কথা বলে এখানেও ইসলামের আপত্তি আছে। তারা গডকে এককভাবে বিশ্বাস করলেও ইসলামী দৃষ্টিকোণ থেকে সেটা যথেষ্ঠ নয়, কেননা নবী মুহাম্মাদ (সা)-কেও ঈমানের জায়গায় আনতে হবে। নবীর প্রতি ঈমান আনার বিষয়টি এভাবে বর্ণিত হয়েছেঃ

আর আল্লাহ যখন নবীগনের কাছ থেকে অস্বীকার গ্রহন করলেন যে, আমি যা কিছু তোমাদের দান করেছি কিতাব ও জ্ঞান এবং অতঃপর তোমাদের নিকট কোন রসূল আসেন তোমাদের কিতাবকে সত্যতা জানানোর জন্য, তখন সে রসূলের প্রতি তোমরা ঈমান আনবে এবং তাকে সাহায্য করবে। তিনি বললেন, 'তোমার কি অঙ্গীকার করছো এবং এই শর্তে আমার ওয়াদা গ্রহণ করে নিয়েছ? তারা বললো, 'আমরা অঙ্গীকার করেছি'। তিনি বললেন, তাহলে এবার সাক্ষী থাক। আর আমিও তোমাদের সাথে সাক্ষী রইলাম। (সূরা আলে ইমরানঃ ৮১)

এবং তৃত্বীয় ও এই বই এর প্রধান যে বিষয়টি আলোচিত হয়েছে সেটা হলো উপরিক্ত ভিন্নতা থাকা সত্ত্বেও ধর্মীয় বৈচিত্র্যের মাঝেও ইসলাম ধর্মের মাঝে এমন সব বিষয় আছে যা ভিন্ন ধর্মের মানুষদের সাথে নৈতিক-আচরণগত কাঠামো (ethico-behavioral paradigm) আছে এবং এসব নৈতিক নীতিমালার আলোকেই আমরা ভিন্ন ও আন্তঃধর্মীয় লোকেদের সাথে পরস্পর আচরণ করি, মিথস্ক্রিয়া চালিয়ে থাকি। লেখক ধর্মীয় বৈচিত্র্যের এই গুরুত্বপূর্ণ মৌলিক বিষয়টিকেই বলেছেন নৈতিক ও মানবিক দৃষ্টিভঙ্গি হিসেবে এই পৃথিবীতে স্বাধীনতা ও মানবিক মর্যাদা নিয়ে শান্তি প্রতিষ্ঠার ভিত্তি। এখানে এসেই আমারাহ তার বইতে (Islam and

Pluralism, (1997বলেছেন যে, ইসলাম একইসাথে স্বর্গীয় আইন এবং মূল্যবোধ পদ্ধতির (Divine Law and Value System) সমন্বয় । এই মূল্যবোধই যেকোনো সমাজের শান্তি ও উন্নয়নের জন্য নর্মেটিভ ধর্মীয় বহুতা হিসেবে অবদান রাখে।

এই বিষয়ে উদাহরণ দিতে গিয়ে লেখক এনেছেন রাসূলের কথা যেখানে তার সাহাবারা অত্যাচারিত হচ্ছিল এবং তাদেরকে বলেছিলো ঃ তোমরা আবিসিনিয়াতে হিজরত কর, সেখানে রয়েছে নাজুস নামে একজন ন্যায়পরায়ন রাজা, যেখানে কেউ অত্যাচারিত হয় না, সবাই তাকে ন্যায়পরায়নতার জন্য প্রশংসা করে। এভাবে তারা সেখানে হিজরত করেছিলো এবং ইবাদাতের স্বাধীনতা ও মানবিক মর্যাদা পেয়েছিলো।

এভাবে নর্মেটিভ ধর্মীয় বৈচিত্র্যকে মৌলিক জায়গা থেকে যখন স্থির করা হল, এরপর লেখক দ্বিতীয় অধ্যায় শুরু করেছেন এবং এখানে দেখিয়েছেন ইসলামের বৈশ্বিক সেসব নৈতিক ভিত্তিগুলো কী কী যেগুলো আন্তঃধর্মীয় ক্ষেত্রে নৈতিক-আচরণগত বিষয় হিসেবে ভিন্ন ধর্মীয় লোকেদের সাথে ইসলামের নীতিমালা হিসেবে কাজ করে। এখানে লেখক এরকম পাঁচটি বিষয় নিয়ে আলোচনা করেছেন।

প্রথমত, ইসলামে ঈমান বা বিশ্বাসের স্বাধীনতার (Freedom of belief) ধারণাটির প্রকৃত স্বাধীনতা হলো আল্লাহর তাওহীদী অনন্যতা ও অদ্বিতীয়তায় বিশ্বাস করা। কিন্তু এখানে যেকেউ চাইলে সে একাজটি না করতে পারে, এতে জোড়াজুড়ি চলে না। এর ফলে এই স্বাধীনভাবে আল্লাহকে অস্বীকৃতির জন্য দুনিয়াতে কাউকে শারীরিকভাবে বা বুদ্ধিবৃত্তিকভাবে হেস্তনেস্ত করা যাবে না, কাউকে দাস বানানো যাবে না। এ ব্যাপারে আল-কুরআনে বর্ণিত হয়েছেঃ

"দ্বীনের ব্যাপারে কোন জবরদস্তি বা বাধ্য-বাধকতা নেই। নিঃসন্দেহে হেদায়াত গোমরাহী থেকে পৃথক হয়ে গেছে। এখন যারা গোমরাহকারী 'তাগুত'দেরকে মানবে না এবং আল্লাহতে বিশ্বাস স্থাপন করবে, সে ধারণ করে নিয়েছে সদৃঢ় হাতিয়ার যা ভাংবার নয়। আর আল্লাহ সবই শুনেন এবং জানেন।" (সূরা বাকারাহঃ (২৫৬

দ্বিতীয়ত, যে মানবিক মর্যাদা (Human dignity) মানুষের আছে সেটা আল্লাহ প্রদত্ব আর এজন্য মানুষের সাথে মানবিক মর্যাদাকে অক্ষুন্ন রেখেই তাদের সাথে আচার-ব্যবহার করতে হবে, হোক সেটা নিজের গোত্রের সাথে বা অন্য ধর্মের লোকেদের সাথে। এই মানবিক মর্যাদা দেওয়াটাই একটা আসল উদ্দেশ্য, আল্লাহর সৃষ্টির প্রতি সম্মান প্রদর্শন। এ বিষয়টি আল-কুরআনে বর্ণিত হয়েছে এভাবেঃ

"নিশ্চয় আমি আদম সন্তানকে মর্যাদা দান করেছি, আমি তাদেরকে স্থলে ও জলে চলাচলের বাহন দান করেছি; তাদেরকে উত্তম জীবনোপকরণ প্রদান করেছি এবং তাদেরকে অনেক সৃষ্ট বস্তুর উপর শ্রেষ্ঠত্ব দান করেছি।" (সূরা বণী ইজরাঈলঃ (৭০অপরাধ করার পূর্ব পর্যন্ত সকলেই একই মানবিক মর্যাদা পায় ধর্ম নির্বিশেষে, কেননা সবাই আল্লাহর সৃষ্টি।

তৃত্বীয়ত, চারিত্রিক সততা ও শুদ্ধতার (Integrity) বিপরীতে অসততা, স্বার্থ সুবিধা ও চতুর ব্যবহার বর্জন করতে হবে। এভাবে ভিন্ন ধর্মীয় লোকেদের সাথে চারিত্রিক সততা ও পবিত্রতার মাধ্যমে আচরণকে নিতে হবে

আল্লাহর ভালোবাসা ও সন্তুষ্টি অর্জনের পথ হিসেবে। এই ন্যায় ও শুদ্ধতা সবার সাথেই করতে হবে, এটা নির্দেশিতঃ

ধর্মের ব্যাপারে যারা তোমাদের বিরুদ্ধে লড়াই করেনি এবং তোমাদেরকে দেশ থেকে বহিস্কৃত করেনি, তাদের প্রতি সদাচরণ ও ইনসাফ করতে আল্লাহ তোমাদেরকে নিষেধ করেন না। নিশ্চয় আল্লাহ ইনসাফকারীদেরকে ভালবাসেন। (সূরা মুমতাহিনাঃ (৮

চতুর্থত, অন্য ধর্মের কাছে যা পবিত্র সেগুলোকে নিন্দা, গালমন্দ করার ব্যাপারে নিষেধাজ্ঞা আছে আল-কুরআনের গুরুত্বপূর্ণ নৈতিক মূলনীতির মাধ্যমে। এভাবে অন্য ধর্মের লোকেদের মর্যাদাই কেবল রক্ষিত হচ্ছে না বরং তাদের কাছে যে বিষয়টি পবিত্র সেই অনুভূতিটিও রক্ষিত হচ্ছে। তাদের সব ঠিক না হলেও আমরা তাদেরকে গালমন্দ ও মন্দ ব্যবহার করতে পারি না আমাদের নৈতিক আচরণগত কারণে, যা কুরআনে বর্ণিত হয়েছে। আল-কুরআনে রয়েছেঃ

তোমরা তাদেরকে মন্দ বলো না, যারা আল্লাহকে ছেড়ে তাদের আরাধনা করে। তাহলে তারা ধৃষ্টতা করে অজ্ঞতাবশতঃ আল্লাহকে মন্দ বলবে। এমনিভাবে আমি প্রত্যেক সম্প্রদায়ের দৃষ্টিতে তাদের কাজ কর্ম সুশোভিত করে দিয়েছি। অতঃপর স্বীয় পালনকর্তার কাছে তাদেরকে প্রত্যাবর্তন করতে হবে। তখন তিনি তাদেরকে বলে দেবেন যা কিছু তারা করত। (সূরা আন'আমঃ (১০৮

পঞ্চম ও শেষত, ক্ষমার (Forgiveness) বিষয়টি কেবল মুসলিমদের মাঝেই নয় বরং ইসলামী বিশ্বাসী পদ্ধতিতে অমুসলিমদেরকেও অন্তর্ভুক্ত করে এবং এভাবে মানবিক প্রকৃতিগত পদ্ধতিকে ইসলাম নৈতিক আ-চরণের মাঝে ধারণ করে।

এরপর লেখক তৃত্বীয় অধ্যায় শুরু করেছেন যেখানে তিনি নর্মেটিভ ধর্মীয় বহুতার (normative religious pluralism) তিনটি মৌলিক উপাদান নিয়ে আলোচনা করেছেন। তিনটি বিষয় হলো মিল বা একইরকম বৈশিষ্ট্য (commonality), বৈচিত্র্য (diversity) এবং গঠনমূলক আলোচনা (constructive conversation)। commonality বলতে লেখক একই সমাজে বসবাসরত আন্তঃধর্মীয় লোকেদের মাঝে কিছু কমন বৈশিষ্ট্যের আলোকে ঐক্যের অনুভূতিকে বুঝিয়েছেন। ধর্ম আলাদা হতে পারে কিন্তু সেখানে কিছু কমন বিষয়ের কারণে সবাই ঐক্যের মাঝে থাকে। এখানে লেখক উদৃতি দিয়েছেন স্যাকসের যেখানে তিনি বলেছেনঃ "আমাদের কেবল মিলের ব্যাপারেই ধর্মতত্ত্ব থাকবে না বরং আমাদের মধ্যকার বিভিন্নতার জন্যও ধর্মতত্ত্বও দরকার" (that "we need not only a theology of commonality but also a theology of difference")। এই মিল ও প্রত্যকে ধর্মের নির্দিষ্ট বিষয়াদির মাঝে ভারসাম্য রক্ষার জন্য দরকার পরবে চরমপন্থা দূর করা ও গঠনমূলক আলোচনার মাধ্যমে সুসম্পর্কময় যোগাযোগ গড়ে তোলা। এই অর্থেই লেখক আল-কুরআনের গঠনমূলক আলোচনার মূলনীতি তুলে ধরেছেন যা হবে পূর্বধারণা ব্যতীত, গঠনমূলক ও চাতুরতাময় কূট-কৌশলবর্জিত।

এরপর লেখক চতুর্থ অধ্যায়ে মানবজাতির পারস্পরিক সম্পর্কে শান্তি প্রতিষ্ঠায় চারটি বৈশ্বিক উদ্দেশ্যের কথা বলেছেন (Four universal objectives of the human relationship in the process of peace-

building)। এগুলো হলোঃ অন্যদের ব্যাপারে জ্ঞানীয় উপলব্ধি (ta'aruf), ভালো কাজে পারস্পরিক সহযোগিতাপূর্ণ সংযুি) ক্তta'awun), সৎকাজে প্রতিযোগিতাঃ পারস্পরিক অবদান (fastabiq a-khayrat) এবং পারস্পরিক সাহায্য-সহযোগিতা (tadafu')। কিন্তু লেখক দুংখের সাথে একটি বিষয় তুলে ধরেছেন সেটি হলো অনেক মুসলিম দেশেই এসব মূলনীতির অনেকটাই রাজনৈতিক হাতিয়ার হিসেবে প্রভাব ও ক্ষমতা অর্জনের জন্য ব্যবহৃত হয় (আমারাহ: Islam and Pluralism)।

পঞ্চম বা শেষ অধ্যায়ে লেখক আপাত বিরোধী মনে হওয়া এমন দুটি চমৎকার উদারহণ নিয়ে এসেছেন যেগুলোকে অনেকেই নর্মেটিভ ধর্মীয় বহুত্বের বিপরীত মনে করে। এর একটি যুদ্ধ-বিগ্রহ ও অন্যটি কাফিরদেরকে 'আওলিয়া' হিসেবে না নেওয়া প্রসঙ্গে। অনেকেই মনে করে মুসলিমরা অমুসলিম বা কাফিরদের সাথে যুদ্ধ করে তাদের ধর্মীয় বিশ্বাসের জন্য। অথচ আয়াতগুলো নিরীক্ষা করলেই দেখা যায় এই ধর্মীয় কারণটি যুদ্ধ করার আদেশের কারণ নয় এবং এগুলো নর্মেটিভ ধর্মীয় বহুত্বের বিপরীতও নয়। ইসলামে অন্যদের ধর্মের কারণে যুদ্ধ ঘোষণা করে না, বরং যুদ্ধের কারণ হলো শান্তিপ্রিয় লোকেদের ওপর যখন কেউ যুদ্ধ করতে আসে বা কারো ওপর জুলুম চালানো হয় তখনই কেবল যুদ্ধের আদেশ দেওয়া হয়েছে। এই কারণ তো বৈশ্বিক ন্যায়বিচার ও শান্তি প্রতিষ্ঠা জারি রাখার পদ্ধতি। আর দ্বিতীয় যে বিষয়টি উত্থাপিত হয়েছে, সেটা হলো ইহুদি ও খৃষ্টানদেরকে 'আওলিয়া' হিসেবে না নেওয়ার মূল কারণ হলোঃ প্রথমত, তাদেরকে ধর্মীয় হেদায়াতের ব্যাপারে উৎস হিসেবে মানতে নিষেধাজ্ঞা করা হয়েছে, যেন আমরা ধর্মীয় হেদায়াতের ব্যাপারে তাদের উপর নির্ভর না করি, তাদেরকে হেদায়াতের উৎস হিসেবে বিবেচনা না করি এবং দ্বিতীয় কারণ হলো ইসলামের বিরুদ্ধে ঐসব লোকেদের সাথে সমর্থক ও গোষ্ঠীবদ্ধ হওয়া নিষিদ্ধ করা হয়েছে।

বইটির ভালো দিক বলতে ক্রমধারাবাহিকভাবে কনসেপ্টগুলো স্পষ্ট করে এগিয়েছেন, ফলে সবকিছু স্পষ্ট হতে থাকে এবং আরো বড় বিষয়গুলো আসতে থাকে সামনে। এভাবে বইয়ের কাঠামো বিন্যাস সাজানো রয়েছে গোছালোভাবে। ফলে বইটি সবাই বুঝতে পারবে কষ্টকর পরিস্থিতি ছাড়াই। বইটিতে অপ্রাসঙ্গিকতা বর্জন করে সামষ্টিক ও প্রাসঙ্গিক আঙ্গিকে ইসলামের উপলব্ধি তুলে ধরা হয়েছে। ফলে মেডিয়া ও পলিটিক্সের কারণে যেসব বিষয়গুলো এতদিন মানুষজন ভুল বুঝে আসছে সেগুলোর নিরসন ঘটবে একাডেমিকভাবে। বইটির রেফারেন্সগুলো (১৮০টির মতো) অবশ্যই চোখে পড়ার মতো। বিপুল পরিমাণ রেফারেন্স নিয়ে গঠিত বইটি আরো উন্নততর পড়াশোনার জন্য বেশ সহায়ক হবে। এই টপিকে আরেকটি উন্নত বই-ও দেখা যেতে পারে Islamophobia: The Challenge of Pluralism in 21 st Century by John L. Esposito and Ibrahim Kalin in .[2011]

আরিফ আব্দুল্লাহ বইটিতে দেখিয়েছেন কীভাবে মুসলিমরা অমুসলিমদের সাথে চলাফেরা, কথাবার্তা, ডিলিংস করবে এবং মেডিয়া ও পলিটিক্সের ভাওতাবাজিকে একাডেমির আলোকে ছুড়ে ফেলে দেবে। ফলে মুসলিমরা নিজেদেরকে অন্য সমাজে বহির্মুখী হিসেবে থাকবে না, বরং নির্দিষ্ট সীমানার মাঝে ইসলামী মূলনীতির আলোকে সবার সাথে আচরণ করবে। ফলে তারাও নিজেদেরকে 'অন্যরা' (others) ভাবার অবকাশ পাবে না। শান্তিপূর্ণ সমাজ গঠনে এভাবেই এগিয়ে যাবে।

বইটির একটি উল্লেখযোগ্য দুর্বলতা হলোঃ আন্তঃধর্মীয় সম্পর্কের ক্ষেত্রে বাস্তব জীবনের ভূমিকায় যেমন ইসলামভীতি (Islamophobia) নিয়ে আলোচনা আসেনি। বলতে গেলে আরেকটি দিকেরও অবহেলা নজরে এসেছে সেটা হলো, বইতে স্বতন্ত্রভাবে এমন কোনো বিস্তারিত আলোচনা আসেনি যেখানে মুসলিমরা এক্সক্লুসিভ, এখানে অন্যদের সাথে মিক্স আপ হওয়ার সুযোগ নেই, যেমন অন্যদের শির্কীয় ইবাদাতে যোগ (মূর্তি পূজা), কোনো মানুষকে ইবাদাতের বস্তু বানালে সেখানে না গমন (যীশু খৃষ্টের অনুষ্ঠান), মুসলিমদের ঈমান, তাওহীদ এবং হালাল-হারামের সীমানা ইত্যাদি।